অতীতের রাণী

কলকাতার একটা বড় রাস্তার চৌমাথায় একটা রাস্তার একধারে বসে ছিল বৃদ্ধা ভিখারিণীটা। সামনে একটা টোল-খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের বাটি। মাঝে মাঝে করুণ নাকি সুরে বলছে, দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিন। আশেপাশে সামনে জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ তার কথায় কর্ণপাতও করছে না। সামনে সিনেমার প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন। সুন্দরী একটি মেয়ের ছবি। ছবিটি নাকি দশম সপ্তাহ চলছে। সিনেমার সামনে তবু এখনও প্রচুর ভীড়।

এই মাগী, সরে বস না। ফুটপাথের মাঝখানে বসে আছে—

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

ভদ্রলোকের দয়া হল না। গজগজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।

তারপরই সাইরেন বেজে উঠল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পুলিশরা। মুখ্যমন্ত্রীর মোটর সোঁ করে পার হয়ে গেল। পুলিশতাড়িত একদল লোক উঠে পড়ল ফুটপাথে। বুড়ীর পা মাড়িয়ে দিল। বাটিটা উলটে গেল তার। বুড়ী ফোঁস করে উঠল, আ মর মুখ পোড়া। চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি—

রাস্তার মাঝখানে বসেছিস কেন হারামজাদী—

কোথা বসব। বসবার জায়গা দিবি তুই। ফুটপাথ কি তোর বাপের —

লোকটা কোন উত্তর দিল না। সিনেমার টিকিট কিনেছিল সে, তাড়াতাড়ি সিনেমা হাউসের দিকে চলে গেল।

রাস্তার গোলমাল থিতিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

আবার শুরু করল বুড়ী। কিন্তু পরক্ষণেই এলো একটা বিয়ের প্রসেশন। বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে ফুল-দিয়ে-সাজানো মোটরে চড়ে। বুড়ীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল সে গোলমালে। বুড়ী তবু বলতে লাগল, দয়া করে কিছু দিন বাবা।

কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। প্রসেশন চলে গেল। বুড়ীর নাকি সুর শোনা যেতে লাগল আবার।

এই বুড়ীর যে এককালে রূপ-যৌবন ছিল, সে যে এককালে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা এখন অনুমান করা শক্ত। তখন তার একজন প্রণয়ী তাকে রাণী বলে ডাকত।

দু'দিন কিছু খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিয়ে যান বাবা—

সত্যিই সে দু'দিন খায়নি। গলার স্বরটা আর একটু চড়িয়ে চেঁচাতে লাগল সে। হঠাৎ খট করে তার বাটিতে একটা পাঁচ পয়সা পড়ল। বুড়ী ভাবলে পাঁচ পয়সায় কি কিনে খাবে সে ? আজকাল পাঁচ পয়সায় পেট ভরে না—

আবার সে নাকি সুরে শুরু করল, দু'দিন কিছু খাইনি বাবু—

আবার রাস্তায় পুলিশরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মিছিল আসছে একটা। নেতাদের জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। মাঠে সর্বহারাদের একটা বিরাট মিটিং হচ্ছে না কি। বুড়ী ফুটপাথ থেকে মিছিলের দিকে এগিয়ে গেল একটু। ওদের মধ্যে যদি দয়া করে কেউ। কেউ করল না। জিন্দাবাদের গর্জনে ডুবে গেল তার ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ। সে পাঁচ পয়সাটা কোমরে গুঁজে তবু চেঁচাতে লাগল বাটিটা উঁচু করে ধরে। কেউ কর্ণপাতও করল না। মিছিল পেরিয়ে গেল।

তখন পুলিশের নজর পড়ল তার ওপর।

তুমি কি করছ এখানে, সর, সরে যাও—

বুড়ীর ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করেছিল। সে বাটিটা ছুড়ে দিল পুলিশের মুখের দিকে। পুলিশের মাথার টুপিতে লেগে পড়ে গেল বাটিটা ছিটকে। পুলিশের ব্যাটনের এক ঘায়ে বুড়ীও লুটিয়ে পড়ল পুলিশের পায়ের কাছে। পুলিশের পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, আমায় জেলে পুরে দাও সার্জেণ্ট সাহেব। আমাকে জেলে পুরে দাও—

জেলে যাবার শখ কেন ?

সেখানে রোজ দুটি খেতে পাব। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—।